কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
সরেজমিন উইং
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫
(www.dae.gov.bd)

স্মারকলিপি

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে চলতি **"অগ্রহায়ন-১৪২৬ মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়"** বিষয়ে একটি লিফলেটি এতদসংগে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো। এ লিফলেটটি মুদ্রণ করে আপনার অঞ্চল/জেলার কৃষকভাইদের মাঝে ব্যাপক ভাবে প্রচার করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো এবং এ বিষয়ে অগ্রগতির প্রতিবেদন নিম্নস্বাক্ষরকারীর বরাবরে প্রেরণ করার জন্য বলা হলো।

সংযুক্ত: **" অগ্রহায়ন-১৪২৬ মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়"- ১ (এক) পাতা।**

১৬/১১/২০২০

(মাহফুজ হোসেন মিরদাহ্)
পরিচালক(ভারপ্রাপ্ত)
ফোনঃ ৯১৩৪৫৮৭

১৬/১১/২০২০

স্মারক নং- ১২.১০.০০০০.০০৪.১৬.০৫২.১৩ (৩য় অংশ)/১৭৯৯(৮৭) তারিখ:১৬/১১/২০২০ খ্রি:

অনুলিপিঃ জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে-

১। পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ/হর্টিকালচার/প্রশিক্ষণ/উদ্ভিদ সংরক্ষণ/ উদ্ভিদ সংগনিরোধ/ক্রপস/পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই, খামারবড়ি, ঢাকা।
২। পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস,ডিএই, খামারবড়ি, ঢাকা। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
৩। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর..... অঞ্চল (১৪টি)।
৪। উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর..... (জেলা সকল)।
৫। উপপরিচালক, (আইসিটি ব্যবস্থাপনা), পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই, খামারবড়ি, ঢাকা, লিফলেটটি ডিএই এর ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
৬। অতিরিক্ত উপপরিচালক, নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, সরেজমিন উইং,কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরখামারবড়ি, ঢাকা, তাকে লিফলেটটি ই-মেইল যোগে সকল অতিরিক্ত পরিচালক ও উপপরিচালক, ডিএই বরাবরে প্রেরণ নিশ্চিত করতে বলা হলো।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
৩। অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
৪ ।মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।

অগ্রহায়ণ মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়

নবান্নের উৎসব শুরু হয় আগ্রহায়ণে। নতুন ধানের ঘ্রাণ, তরতাজা শাকসবজি, শিশিরের পরশে শীতের আমেজ এ সব কিছুই আগ্রহায়ণে আগমনী বার্তা। অভাবগ্রস্থ কৃষকের চোখে, জেগেছে স্বপ্নের অরুনিমা। ধান ফসলে ভরে উঠেছে কৃষকের শূন্য আঙিনা। আর হতাশা দূর করে নিয়ে আসছে আশা সুখময় ভবিষৎ। বৈশ্বিক মহামারি করোনা (কোভিড-১৯) মোকাবেলায় এবং কয়েকদফা বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা "এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদি না থাকে" মোতাবেক খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও চলমান উৎপাদন অব্যাহত রাখতে হবে। এ মৌসুমটাই কৃষির জন্য তুলনামূলকভাবে নিশ্চিত একটি মৌসুম। আসুন জেনে নেই অগ্রহায়ণ মাসে করণীয় কাজগুলো।

আমন ধান

- এ মাসে অনেকের আমন ধান পেকে যাবে তাই রোদেলা দিন দেখে ধান কাটতে হবে।
- ঘূর্ণিঝড় প্রবন এলাকায় আমন ধান শতকরা ৮০ ভাগ পাকলে কেটে ফেলতে হবে।
- আমন ধান কাটার পরপরই জমি চাষ দিয়ে রাখতে হবে, এতে বাস্পীভবনের মাধ্যমে মাটির রস কম শুকাবে।
- উপকূলীয় এলাকায় রোপা আমন কাটার আগে রিলে ফসল হিসেবে খেসারি আবাদ করা যায়।
- আগামী মৌসুমের জন্য বীজ রাখতে চাইলে প্রথমেই সুস্থ্য সবল ভালো ফলন দেখে ফসল নির্বাচন করতে হবে। এরপর কেটে, মাড়াই-ঝাড়াই করার পর রোদে ভালমত শুকাতে হবে। শুকনো ধান ঝেড়ে পরিস্কার করে ছায়ায় রেখে ঠান্ডা করতে হবে। পরিস্কার ঠান্ডা ধান বায়ুরোধী পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

বোরো ধান

- আগ্রহায়ন মাস বোরো ধানের বীজতলা তৈরির উপযুক্ত সময়। রোদ পড়ে এমন উর্বর ও সেচ সুবিধাযুক্ত জমি বীজতলার জন্য নির্বাচন করতে হবে।
- চাষের আগে প্রতি বর্গমিটার জায়গার জন্য ২-৩ কেজি জৈব সার দিয়ে ভালোভাবে জমি তৈরি করতে হবে। ১০ মি. × ১ মি. আকারের আদর্শ বীজতলা তৈরি করে বীজ বপণ করতে হবে।
- বীজ বপণ করার আগে ৬০-৭০ ঘন্টা জাগ দিয়ে রাখতে হবে। এসময় ধানের অঙ্কুর গজাবে। অঙ্কুরিত বীজ বীজতলায় ছিটিয়ে বপন করতে হবে। প্রতি বর্গমিটার বীজ তলার জন্য ৮০-১০০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়।
- যে সব এলাকায় ঠান্ডার প্রকোপ বেশি সেখানে শুকনো বীজতলা তৈরি করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে প্রতি দুই প্লটের মাঝে ২৫-৩০ সেমি. নালা রাখতে হবে।
- যেসব এলাকায় সেচের পানির ঘাটতি থাকে সেখানে আগাম জাত হিসেবে ব্রিধান-৪৫, ব্রিধান-৫৫, ব্রিধান-৬৭, ব্রিধান-৮১, ব্রিধান-৮৪ এবং ব্রিধান-৮৬, উর্বর জমি ও পানি ঘাটতি নাই এমন এলাকায় ব্রিধান-২৯, ব্রিধান-৫০, ব্রিধান-৫৮, ব্রিধান-৫৯, ব্রিধান-৬০, ব্রিধান-৬৩, ব্রিধান-৬৪, ব্রিধান-৬৮, ব্রিধান-৭৮ ব্রি হাইব্রিড ধান-১, ব্রি হাইব্রিড ধান-২, ব্রি হাইব্রিড ধান-৩ ও ব্রি হাইব্রিড ধান-৫, ঠান্ডা প্রকোপ এলাকায় ব্রি ধান- ৩৬, হাওড় এলাকায় বিআর-১৭, বিআর-১৮, বিআর-১৯, ব্রিধান-২৮, ব্রিধান-৪৫, ব্রিধান-৫৮ ও ব্রিধান-৮১ এবং লবণাক্ত এলাকায় ব্রিধান-৪৭, ব্রিধান-৫৫, ব্রিধান-৬১ চাষ করতে পারেন।

গম

- অগ্রহায়ণের শুরু থেকে মধ্য অগ্রহায়ণ পর্যন্ত গম বোনার উপযুক্ত সময়। এরপর গম যত দেরিতে বপন করা হবে ফলনও সে হারে কমে যাবে।
- দো-আঁশ মাটিতে গম ভাল হয়।
- অধিক ফলনের জন্য গমের আধুনিক জাত যেমন-বারি গম-২৫, বারি গম-২৬, বারি গম-২৭, বারি গম-২৮, বারি গম-২৯, বারি গম-৩০, বারি গম-৩১, বারি গম-৩২ এসব বপন করতে হবে।
- গম বীজ বপনের আগে অনুমোদিত ছত্রাকনাশক দ্বারা বীজ শোধন করে নিতে হবে।
- সেচসহ চাষের জন্য বিঘাপ্রতি ১৬ কেজি এবং সেচবিহীন চাষের জন্য বিঘা প্রতি ১৮ কেজি বীজ বপন করতে হবে।
- গমের ভাল ফসন পেতে হলে প্রতি শতক জমিতে ৩০-৪০ কেজি জৈব সার, ৬০০-৭০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৫৫০-৬০০ গ্রাম টিএসপি, ৪০০-৪৫০ গ্রাম এমওপি, ৪০০-৫০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে।
- ইউরিয়া ছাড়া অন্যান্য সার জমি তৈরীর শেষ চাষের সময় এবং ইউরিয়া দুই কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
- গমে তিনবার সেচ দিলে ফলন বেশি পাওয়া যায়। বীজ বপনের ১৭-২১ দিনের মধ্যে প্রথম সেচ, ৫০-৫৫ দিনে দ্বিতীয় সেচ এবং ৭৫-৮০ দিনে ৩য় সেচ দিতে হবে।

ভূট্টা

- এ মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে জমি তৈরি করে ভূট্টা বীজ বপন করতে হবে।
- ভাল ফলনের জন্য সারিতে বীজ বপন করতে হবে। এক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দুরত্ব ৭৫ সেমি এবং বীজ থেকে বীজের দূরত্ব ২৫ সেমি রাখতে হবে।

তৈল জাতীয় ফসল

- এ মাসে তেল ফসলের (সরিষা ও সূর্যমুখী) যত্ন নিলে কাংখিত ফলন পাওয়া যায়।

আলু

- রোপনকৃত আলু ফসলের যত্ন নিতে হবে। মাটির কেইল বেঁধে দিয়ে কেইলে মাটি তুলে দিতে হবে। সারের উপরিপ্রয়োগসহ সেচ দিতে হবে।

শীতকালীন সবজি

- ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, শালগম এ সব বড় হওয়ার সাথে চারার গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে।
- সবজি ক্ষেতের আগাছা, রোগ ও পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সেক্স ফেরোমেন ফাঁদ ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে পোকা দমনের সাথে সাথে পরিবেশও ভাল থাকবে।
- জমিতে প্রয়োজনে সেচ প্রদান করতে হবে।
- টমেটো গাছের অতিরিক্ত ডাল ভেঙো দিয়ে খুটির সাথে বেঁধে দিতে হবে।
- ঘেরের বেড়িবাঁধে টমেটো, মিষ্টিকুমড়া চাষ করতে পারেন।

মিষ্টি আলু

- মাঠে মিষ্টি আলু, চীনা, কাউন, পেঁয়াজ, রসুন, মরিচসহ অন্যান্য ফসলের পরিচর্যা করতে হবে।

ফলবৃক্ষ

- এবারের বর্ষায় রোপণ করা ফল, ওষুধি বা বনজ গাছের যত্ন নিতে হবে।
- গাছের গোড়ায় মাটি আলগা করে দিতে হবে এবং আগাছা পরিস্কার করে দিতে হবে। প্রয়োজনে গাছকে খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। মাটিতে রসের পরিমাণ কমে গেলে গাছের গোড়ায় সেচ প্রদান করতে হবে।

তাছাড়া কৃষির যে কোন সমস্যায় উপজেলা কৃষি অফিস অথবা কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে বা কৃষক বন্ধু সেবার ৩৩৩১ নম্বরে কল করে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে পারেন।